সংবাদ

তারিখ 23 SEP 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

৪৭ বিশেষ

উপবৃত্তির টাকা দিতে গড়িমসি কেন

দেশের ৫৩টি উপজেলার ২৭৩০টি মাধ্যমিক স্কুলের ২ লাখ ১২ হাজার ছাত্রী এখন পর্যন্ত তাদের জানুয়ারি-জুনের উপবৃত্তির কিস্তির টাকা পায়নি বলে আমাদের এক সহযোগী দৈনিকের খবরে প্রকাশ। মাধ্যমিক শিক্ষা খাতের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ছাত্রীদের প্রতি বছর দুই কিস্তিতে উপবৃত্তির টাকা পাওয়ার কথা। অন্য তিন প্রকল্পের অধীনে ৪২১টি উপজেলার ছাত্রীরা ইতোমধ্যে তাদের জানুয়ারি-জুনের কিস্তির টাকা পেয়েছে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। এই উন্নয়ন প্রকল্পটির প্রকল্প পরিচালক সময়মতো উপবৃত্তির টাকা পরিশোধে ব্যর্থতার কথা স্বীকার করেছেন। এখন নাকি তিনি উপবৃত্তির জন্য নতুন তালিকা প্রণয়ন করছেন। কেন নতুন তালিকার প্রয়োজন হলো তা তিনি ব্যাখ্যা করেননি। তবে নতুন তালিকায় নাকি 'প্রকৃত দরিদ্র' ছাত্রীরা থাকবে। ২০০৬ সালের জুলাই-ডিসেম্বরের কিস্তিতে এসব স্কুলে প্রায় ৯ কোটি টাকা দেয়া হয়েছিল। প্রকল্পটির অর্থায়ন হচ্ছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এবং কিছুটা সরকারের টাকায়।

যেসব স্কুলের উপবৃত্তির টাকা এখনও পরিশোধ করা হয়নি, তার অধিকাংশই বন্যাদুর্গত এলাকায়। এসব স্কুলের ছাত্রী এবং তাদের পরিবার এটুকু টাকা দুঃসময়ে পেলে বিশেষ উপকার হতো। তাছাড়া ছাত্রীদের উপবৃত্তির টাকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলোরও কিছু টাকা পাওয়ার কথা। উপবৃত্তি পাওয়ার নিম্নতম যোগ্যতা হলো- কমপক্ষে ৭৫ ভাগ উপস্থিতি এবং প্রতিটি পরীক্ষায় কমপক্ষে শতকরা ৪৫ নম্বর। প্রতিটি ছাত্রীকে অবশ্যই অবিবাহিত হতে হবে।

ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীরা প্রতি মাসে ২৫ টাকা এবং দশম শ্রেণীর ছাত্রীরা ৬০ টাকা করে পাবে। এর সঙ্গে পাঠ্যবই কেনা এবং ফাইনাল পরীক্ষার ফি'র জন্যও বাড়তি টাকা পাবে। যেহেতু যারা উপবৃত্তি পাওয়ার যোগ্য তারা টিউশন ফি দেয় না, তাই সংশ্লিষ্ট স্কুলের জন্যও কিছু টাকা দেয়া হয়। গত ছয় মাসের কিস্তির টাকা না পাওয়ার ফলে সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলোও বঞ্চিত হয়েছে। বন্যাদুর্গত এলাকার স্কুলগুলোর শিক্ষক এবং ছাত্রীদের অভিভাবকরা বলেন, এই দুঃসময়ে সামান্য এই টাকা পেলে বড় উপকার হতো এবং ছাত্রীদের পড়াশোনার পথ সুগম হতো।

নারী শিক্ষা উন্নয়নে উপবৃত্তি প্রকল্প বড় ভূমিকা রাখে বলে ধারণা করা হয়। এতে দরিদ্র পরিবারের মেয়েরা শিক্ষার সুযোগ পায়, অর্থাভাবে ঝরে পড়া বন্ধ হয় এবং বাল্যবিবাহ কমে যায়। দেশের নারী শিক্ষার ব্যাপারে এখনও এসব সমস্যা প্রকট। নারী শিক্ষার জন্য বিদেশী দাতা সংস্থা এবং সরকারও টাকা-পয়সা বরাদ্দ করে। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অদক্ষতার জন্য প্রায় সোয়া দুই লাখ ছাত্রীর শিক্ষাজীবনে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে। ৪২১টি উপজেলায় উপবৃত্তির কিস্তির টাকা পরিশোধ সম্ভব হলে ৫৩টি উপজেলায় কাজটি কেন সম্ভব হলো না, তার জন্য জবাবদিহি করবে কে? এ কাজে টাকা-পয়সার কোন অভাব নেই, অভাবটা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কর্মতৎপরতা ও সদিচ্ছার। এবার দেশটির বিস্তীর্ণ এলাকা বন্যাকবলিত হওয়ার পর উপবৃত্তির বরাদ্দ বিতরণে বিশেষভাবে সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। এখন শিক্ষা মন্ত্রণালয় নতুন করে তালিকা তৈরির খেয়াল বাদ দিয়ে টাকা দেয়ার কাজটি দ্রুত সম্পন্ন করলে দরিদ্র ছাত্রীরা উপকৃত হবে।